দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 17 MAR 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসমুক্ত করুন

..... প্রধান উপদেষ্টা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।। গতকাল (বৃহস্পতিবার) ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলামনাই এসোসিয়েশনের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপকদের সম্মাননা জ্ঞাপনের জন্য

(২য় পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

(১ম পৃঃ পর)

আয়োজিত অনুষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য সকল মহলের প্রতি অনুরোধ জানাইয়াছেন। তিনি বলেন, আগান প্রজন্মের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য দেশের এই সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রাখুন। মুষ্টিমেয় শ্বাপদ ও সরীসৃপের দৌরাত্ম্যে আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অতিষ্ঠ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে আজ যেন সারা বাংলাদেশ জিম্মি। সমাজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাধান্যের যে কি গুরুত্ব তাহা এই বেদনাদায়ক অবস্থা হইতেই বোঝা যায়। তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠার দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহারা শিক্ষক হিসাবে যোগ দিয়াছিলেন তাহাদের পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান-গরিমার খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। আমি জানি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন অনেক নিবেদিত প্রাণ ও প্রতিভাবান শিক্ষক রহিয়াছেন যাহারা পৃথিবীর যে কোন শীর্ষস্থানীয় বিদ্যাপীঠের জন্য গৌরবের কারণ হইতে পারেন। চতুষ্পার্শ্বস্থ আবহাওয়ার জন্য অনেক প্রতিভাধর শিক্ষক অকালে বানপ্রস্থের পথ বাছিয়া নিয়াছেন এবং কেবল অধ্যয়ন অধ্যাপনার নিজেদের খণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছেন। এলামনাই এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট জাতীয় অধ্যাপক ডঃ এম, ইন্নাস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে ২৯ জন দেশবরেণ্য বিশিষ্ট প্রবীণ অধ্যাপককে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এমাজ উদ্দিন আহমদ, সম্মাননা প্রাপ্তদের পক্ষে অধ্যাপক মফিজউদ্দিন আহমদ ও এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী জেনারেল নূরুল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ।

মুহম্মদ হাবিবুর রহমান বলেন, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের '৬৯-এর গণ অভ্যুত্থান, '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধসহ সকল গণতান্ত্রিক সংগ্রামে ও আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের অবদান চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীর প্রতিভূ হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক সমাজকে অবশ্যই সমাজ সচেতন ও রাজনীতি সচেতন হইতে হইবে। তবে স্বাধীনতাউত্তরকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে রাজনীতি চর্চার অনেক নেতিবাচক দিক ক্রমশ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। তিনি আশা প্রকাশ করিয়া বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা আদর্শহীন পেশাদার রাজনীতির শিকার হইবেন না। আদর্শভিত্তিক রাজনীতির পথপ্রদর্শক হইবেন। তিনি বলেন, পঞ্চাশ ও ষাট-এর দশকে মেধাবী ছাত্রদেরকে যেভাবে ছাত্র রাজনীতির নেতৃত্ব দিতে দেখা যাইত এখন আর তেমনটি দেখা যায় না।

প্রধান উপদেষ্টা

প্রধান উপদেষ্টা আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলেন, অর্থনীতির উদীয়মান অধ্যাপক আমার পুত্রবৎ লুবান আহমেদ যেদিন অপঘাতে মৃত্যুবরণ করেন সেইদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক বেদনায় ভাঙ্গিয়া পড়েন। আজ সরকার প্রধান হিসাবে আমি এখনও তাহার হত্যার কোন কিনারা করিতে পারিতেছি না। তাহার জন্য নিজের কাছে বড় ছোট হইয়া আছি। তিনি বলেন, হাতেগনা কিছু সশস্ত্র সন্ত্রাসী, যাহারা সকলে শিক্ষার্থীও নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অভয়ারণ্য, ভাবিয়া যেভাবে বিচরণ করিত হয়ত এখন আর তাহা পারিতেছে না। এই সন্ত্রাসীদের দোসররা আবার ফিরিয়া আসিয়া যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ক্ষুন্ন করিতে না পারে তাহার জন্য আমাদের সকল প্রচেষ্টা লইতে হইবে।

ভিসি প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমদ বলেন, যাহারা রাজনীতি পরিচালনায় ও বিরোধিতায় থাকেন সেখানে প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন হয়। যে সমাজে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা নাই সে সমাজ অনুন্নত। তিনি বলেন, প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও অতীতের চাইতে এখন শিক্ষার মান এখানে ভাল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা লাল-নীল-সবুজ রংয়ের রাজনীতি করিলেও কোন একাডেমিক সমস্যার বিষয় নিয়া আলোচনায় বসিলে আমরা একমত হইয়া যাই। অধ্যাপক ইন্নাস আলী বলেন, গত ৭৫ বছর ধরিয়া এই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র এবং ব্রেন ট্রাষ্ট হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছে। নুরুল ইসলাম প্রাক্তন ছাত্র শিক্ষকদের এলামনাই এসোসিয়েশনের সদস্য হওয়ার আহ্বান জানান। সম্মাননা প্রাপ্ত শিক্ষকরা হইতেছেন : অধ্যাপিকা আখতার ইমাম, (দর্শন বিভাগ) অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক) অধ্যাপক আব্দুল করিম (ইতিহাস) অধ্যাপক আবদুল্লাহ ফারুক (অর্থনীতি), অধ্যাপক এ,এম, হারুনুর রশীদ (পদার্থ বিজ্ঞান), অধ্যাপক একিউএমপি করিম (মৃত্তিকা বিজ্ঞান), অধ্যাপক এ কে এম নুরুল ইসলাম (উদ্ভিদ বিদ্যা), অধ্যাপক আবদুল লতিফ (ভূ-তত্ত্ব), অধ্যাপক এম, আঃ আজিজ (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক) অধ্যাপক মোতাসিম হোসেন (পদার্থ বিদ্যা), অধ্যাপক ডঃ ইন্নাস আলী, অধ্যাপক শফিউল্লাহ (বাণিজ্য) অধ্যাপক এ, এস, এম আজিজুল হক (গণিত), অধ্যাপক কাজী আবদুল লতিফ (রসায়ন), অধ্যাপক কাজী জাকের হোসেন (প্রাণিবিদ্যা), অধ্যাপক কামাল উদ্দিন আহমদ, (প্রাণ রসায়ন), অধ্যাপক খান সারোয়ার মুর্শেদ (ইংরেজী), অধ্যাপক নূরুল ইসলাম (অর্থনীতি), অধ্যাপক মফিজউদ্দিন আহমদ (রসায়ন) অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন তরফদার (ইসলামের ইতিহাস), অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন (অর্থনীতি) অধ্যাপক ইসহাক (ইসলাম শিক্ষা), অধ্যাপক হাবিবুল্লাহ (হিসাব বিজ্ঞান) অধ্যাপক রেহমান সোবহান (অর্থনীতি), অধ্যাপক শামসুল হক (শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট), অধ্যাপক শফিউদ্দিন আহমদ (চারুকলা), অধ্যাপক সালাহউদ্দিন আহমদ ইতিহাস, অধ্যাপক সিরাজুল হক আরবী ও ইসলামী শিক্ষা) এবং এবং সৈয়দ জহির হায়দার (রসায়ন বিভাগ)।